34

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 19 AUG 1995
পৃষ্ঠা 2 কলাম 3

বরিশাল মেডিকেল কলেজ

শিক্ষকের অনেক পদ শূন্য, হাসপাতালের করুণ হাল

বরিশাল অফিস ॥ শেরেবাংলা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে শিক্ষক ও চিকিৎসক সংকট চরমে। হাসপাতালে ১টি আবাসিক সার্জন, ৪টি রেজিষ্টার, ২টি সহকারী রেজিষ্টার, ২টি এ্যানেসথেসিষ্ট, ৬টি মেডিকেল অফিসার পদ খালি রহিয়াছে। গাইনী বিভাগের একমাত্র অধ্যাপক পদ বছরের পর বছর ধরিয়া শূন্য। ৪ জন অধ্যাপককে পর পর বদলী করা হইয়াছিল এখানে। তাহারা তদবিরের জোরে বদলীর নির্দেশ বাতিল করিয়া ঢাকায় রহিয়াছেন। ঐ বিভাগের জন্য ২ জন সহকারী অধ্যাপক দেওয়া হইয়াছিল। তাহারাও তদবিরের জোরে হাসপাতালে যোগদান করেন নাই। প্রায় দুই বছর এতিমের মত ছিল ঐ বিভাগ। সম্প্রতি প্রশিক্ষণ শেষে একজন সহযোগী অধ্যাপক যোগদান করিয়াছেন। সার্জারী বিভাগের ২টি অধ্যাপকের পদের ১টি শূন্য। সহযোগী অধ্যাপকের দুইটি পদ শূন্য। প্যাথলোজিষ্ট পদ শূন্য। কলেজেও এ কারণে ঐ দুইটি বিভাগে প্রায় অচলাবস্থা দেখা দিয়াছে। কলেজে ফিজিওলোজী বিভাগে অধ্যাপক পদ নাই। একমাত্র সহযোগী (২য় পৃঃ দ্রঃ)

বরিশাল মেডিকেল কলেজ

(১ম পৃঃ পর)

অধ্যাপক ও ২টি সহকারী অধ্যাপক পদ শূন্য। ফরেনসিক মেডিসিন বিভাগে অধ্যাপক, সহকারী অধ্যাপক ও প্রভাষক পদ শূন্য। কমিউনিটি মেডিসিন বিভাগের অধ্যাপক ও সহযোগী অধ্যাপক পদ শূন্য। এক কথায় ঐ তিনটি বিভাগে কোন শিক্ষক নাই। তালা ঝুলিতেছে। ফার্মাকোলজী বিভাগে সহযোগী অধ্যাপকের পদ, বায়োকেমিষ্ট্রি বিভাগে অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক, ১টি সহকারী অধ্যাপক ও ১টি প্রভাষক পদ, মাইক্রোবায়োলজী বিভাগে অধ্যাপক ও ১টি সহকারী অধ্যাপক পদ, নিউরোসার্জারী বিভাগে সহকারী অধ্যাপকের পদ শূন্য। কলেজে উপাধ্যক্ষ নাই বছরের পর বছর ধরিয়া। চিকিৎসক ছাড়াও হাসপাতালে রহিয়াছে নানা গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। গাইনী, ই-এন-টি, চক্ষু অপারেশন থিয়েটারে এয়ারকুলার অচল। গাইনীর ও,টি'র হেড লাইটের ৯টি বাল্বের ৬টি অচল দীর্ঘদিন ধরিয়া। আবছা আলোতে অপারেশন চলিতেছে। ঐ ও,টি'র সাকার মেশিন অচল। করোনারী কেয়ার ইউনিটের ১টি এয়ারকুলার অচল। এক্সরে ফিল্মের অভাবে প্রায়শঃই এক্সরে বন্ধ থাকে। ইমার্জেন্সী অপারেশনে হাসপাতাল হইতে কিছুই সরবরাহ করা হয় না। রোগীকে সবকিছু কিনিতে হয়। নিডেল, ক্যাটগেট, ব্লেড রোগীরা সরবরাহ করে সব সময়। আউটডোর ঠিকমত চলে না। বেশীর ভাগ ডাক্তার আসেন তাহাদের মর্জিমত সময়। ক্যানসার চিকিৎসার জন্য কোবাল্ট মেশিন আনা হইয়াছে ভবন তৈরীর আগে। ৪৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ভবন নির্মিত হইতেছে। তবে মেশিন চালানো সম্ভব হইবে না। কারণ ডাক্তার, টেকনিশিয়ান ও রোগীদের বসার জন্য কোন কথা নাই ঐ স্কীমে। গণপূর্ত বিভাগ ঐ কক্ষ নির্মাণের জন্য বার বার তাগিদ দিতেছে উর্ধ্বতন মহলে। কিন্তু ফাইল নড়ে না। হাসপাতালে পানির অভাব প্রকট। পুরাতন পাম্প ঘন ঘন অচল হইতেছে। নূতন পাম্প বসানো হয় নাই। হাসপাতাল নোংরা ও আবর্জনাময়। এদিকে নজর নাই। টয়লেটের দুর্গন্ধে রোগীরা অস্থির। টয়লেটের পাইপ পুরাতন, জীর্ণ। উহা লিক করিতেছে। রক্ত ব্যাংক নাই। আছে সঞ্চালন কেন্দ্র। ফ্রিজ মাত্র ১টি। এ কারণে রক্ত সংরক্ষণ দুঃসাধ্য। ব্যাগের অভাব। রোগীরা বাহির হইতে ব্যাগ কেনে। রক্তদাতা নাই। শুধুই বিক্রেতা। তাহারা রক্তশূন্যতাসহ বিভিন্ন জটিল রোগে আক্রান্ত। ঘন ঘন রক্ত বিক্রি করে। হাসপাতালে দালালের ভীড় আছে। আছে ঔষধ চোর। দালালরা রোগীদের মিথ্যা আশ্বাস দিয়া হাসপাতাল হইতে ডাক্তারদের প্রাইভেট চেম্বার ও ক্লিনিকে লইয়া যায়। হাসপাতালের বেশীর ভাগ লিফট অচল। জরুরী বিদ্যুৎ সরবরাহের পর্যাপ্ত সুবিধা নাই। কোনরকমে অপারেশন থিয়েটারে বিদ্যুৎ সরবরাহ হয়। এম্বুলেন্স মাত্র ২টি। টেলিফোন ব্যবস্থা সেকেলে। ঘন ঘন বিকল হয় ফোন। হাসপাতাল পরিচালক সম্প্রতি যোগদান করিয়াছেন। তিনি জানান, অপারেশন থিয়েটারের হেড লাইটের বাল্বের জন্য ইনডেন্ট দেওয়া হইয়াছে। অন্য সমস্যা দূর করার চেষ্টা চালানো হইতেছে। অধ্যক্ষ জানান, শিক্ষক সংকট সম্পর্কে উর্ধ্বতন মহলকে জানানো হইয়াছে।